

৫৫৫

ডক্টর আব্দুল মতী বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করেছেন : শিক্ষামন্ত্রী

(স্টাফ রিপোর্টার)

শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর আব্দুল মজিদ খান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে যোগ সূত্র স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে যোগসূত্রহীনতার কারণেই আজ আমাদের শিক্ষাসনে অবক্ষয়। তরুণদের মধ্যে স্বপ্ন নেই।

গতকাল গুরুত্বপূর্ণ ইউনেস্কো কলিস পুরস্কারপ্রাপ্ত ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মতী শরফুদ্দিনের রচনাবলীর ওপর আলোচিত আলোচনা সভায় শিক্ষামন্ত্রী এ আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ছিল বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র এবং জাতীয় গুরুত্বকেন্দ্র।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হক। আলোচনা করেন সর্বজ্ঞান ফজলে রাশিদ, ডক্টর মুহাম্মদ ইব্রাহীম, ডক্টর আলী আসগর, আতোয়ার রহমান, প্রফেসর জহুরুল হক, প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, গাজী শামসুর রহমান এবং ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মতী শরফুদ্দিন।

(শেষ পৃঃ ৫-এর ক্র. ৮৩)

শিক্ষামন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এদেশে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মতী অগুনতনকে ভূমিকা পালন করেছেন। ইউনেস্কোর কলিস পুরস্কার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

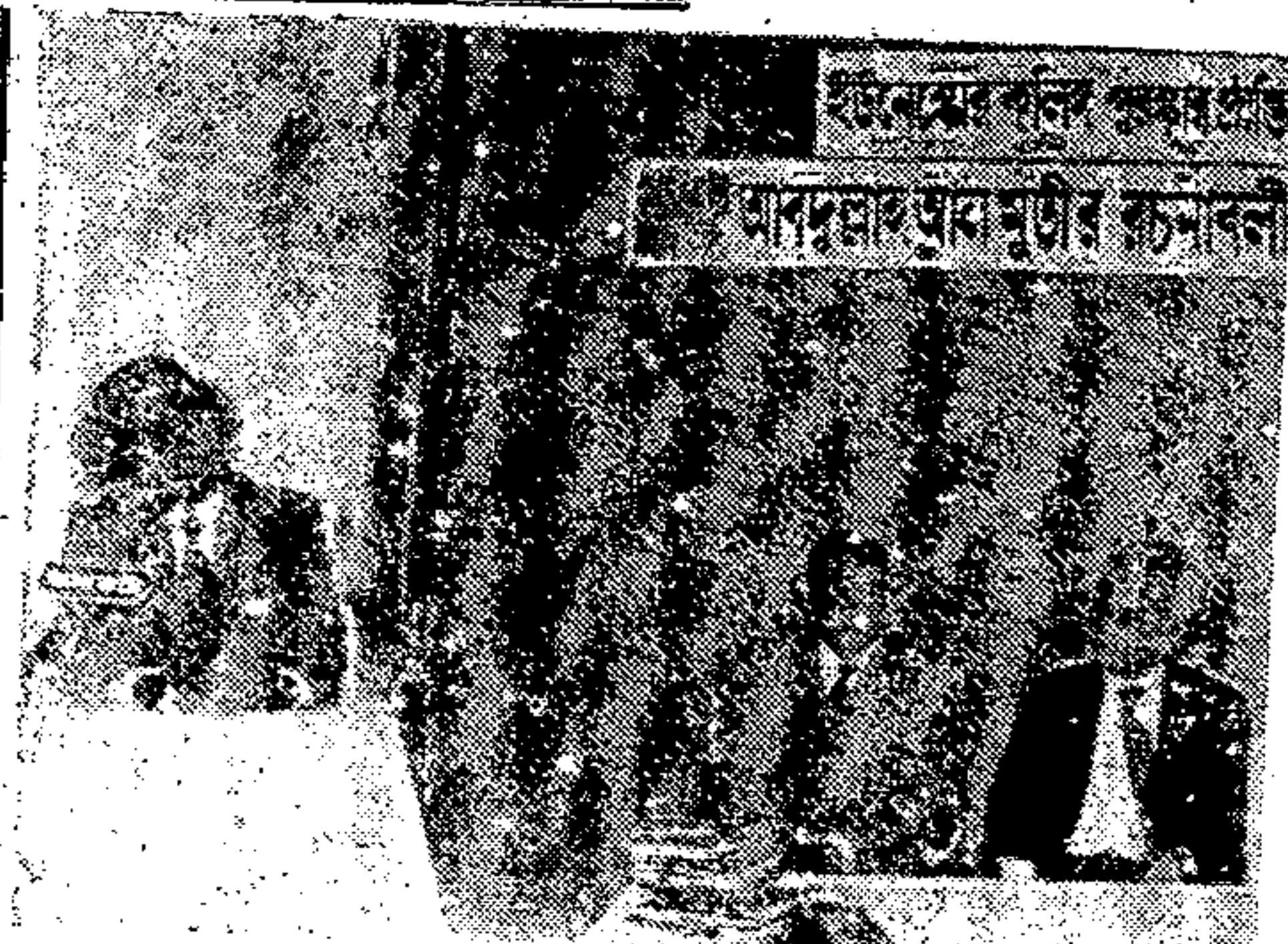
সভাপতির বক্তৃতায় প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হক বলেন, ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মতীর মধ্যে সাহিত্যিক মন এবং বিজ্ঞানীর জ্ঞানের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। পুরস্কার প্রাপ্ত শব্দ তারই নয়, এ সম্মান সমগ্র বিজ্ঞানসেবী ও দেশের সম্মান।

ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মতী বলেন, কলিস পুরস্কার এবং অপবিজ্ঞান আমাদের পশ্চাদপদ করে রাখছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞানী ও সমাজকর্মীদের একত্ব প্রচেষ্টা চলানোর ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডক্টর আলী আসগর তার আলোচনায় বলেন, দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে আব্দুল্লাহ আল মতী বিজ্ঞানের ওপর লিখছেন। তার ভাষা সারলীল, লেখনী আশাবাদ রয়েছে। নিছক লেখাই নয়, কাজটি তিনি করেছেন গভীর দায়িত্ববোধ থেকে।

জনাব আতোয়ার রহমান বলেন, বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান সাহিত্য রচনার যে ধারা ও ঐতিহ্য, বাংলা দেশে তার একমাত্র প্রতিনিধি হলেন আব্দুল্লাহ আল মতী। তার রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লেখাগুরুত্ব, ধারাবাহিকতা, সুন্দর বিশ্লেষণ, প্রাক্কল ভাষা এবং পরিচয় উপস্থাপনা।

১৯৫৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মতীর মোট ৩০টি বই প্রকাশিত হয়েছে। বই ৩৬টি গতকাল অনুষ্ঠান চলাকালে প্রদর্শিত হয়।



ডঃ আব্দুল্লাহ আল-মতী শরফুদ্দিনের ইউনেস্কো কলিস পুরস্কার প্রাপ্ত উপলক্ষে গতকাল সম্মান জাতীয় গুরুত্ব কেন্দ্র আলোচনা সভা

—দৈনিক বাংলা